দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 29 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

ঢাকা বোর্ডের ডিজিটাল নিবন্ধনে 'ভূতের আছর'

শরীফুল আলম সুমন ▷

বিভিন্ন পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন (নিবন্ধন) ও ফরম পূরণ করার জন্য ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের রয়েছে নিজস্ব 'সুপার সফটওয়্যার'। এর মাধ্যমেই বিগত বছরগুলোতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণের কাজ সম্পন্ন করেছে বোর্ড। কিন্তু উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এই সফটওয়্যার থাকা সত্ত্বেও এ বছর বাইরের একটি কম্পানিকে কাজ দেওয়া হয়। তারা জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার নিবন্ধনের কাজ যথাসময়ে শুরুই করতে পারেনি। বোর্ডের অনেক কর্মকর্তাই বলছেন, ১০ দিন পর শুরু করতে পারলেও সেই ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনে 'ভূতের আছর' পড়েছে। এখনো ঠিকমতো কাজ করা যাচ্ছে না। ফলে ঢাকা বোর্ডের সাড়ে পাঁচ লাখ জেএসসি পরীক্ষার্থীর নিবন্ধন করা নিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষকরা। এরই মধ্যে এক দফা সময় বাড়ানো হয়েছে নিবন্ধনের জন্য। বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কাজ শেষ করা যাবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান শিক্ষকরা।

ঢাকা বোর্ডের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা জানান, বোর্ডের সুপার সফটওয়্যার থাকার পরও কেন বাইরের কম্পানিকে কাজ দিতে হলো সেটি কারো কাছে পরিষ্কার নয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কর্মকর্তা বলেন, মূলত আইটি বিভাগ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে ভুল বুঝিয়ে বাইরের কম্পানিকে কাজ দিয়েছে। তারা সেখান থেকে বড় অঙ্কের কমিশন পাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বাইরের কম্পানিকে কাজ দেওয়ার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন আইটি বিভাগের একজন সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত কয়েক বছর অনলাইনে জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসির রেজিস্ট্রেশন ও ফরম পূরণের কাজ করা হয়েছে বোর্ডের নিজস্ব সুপার সফটওয়্যারের সাহায্যে। এবার এই কাজটি বাইরের একটি সফটওয়্যার কম্পানিকে দিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ। আর এতেই দেখা দিয়েছে বিপত্তি। এই কম্পানির সফটওয়্যার কয়েক হাজার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণের লোড নিতে পারছে না। বারবার ওয়েবসাইটের গতি কমে যাচ্ছে, কখনো বন্ধ থাকছে। এতে বিপাকে পড়ছেন শিক্ষকরা।

গত শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢুকে দেখা যায় স্কুলে লেখা আছে, '২০১৫ সালের অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ইএসআইএফের মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি খুব শিগগির শুরু হতে যাচ্ছে।' অথচ পূর্বঘোষিত সময় অনুযায়ী গত ২১ মে এই ডাটা এন্ট্রির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই নিবন্ধনের কাজ করছেন কম্পিউটার বিষয়ের শিক্ষকরা। রাজধানীর বাড্ডার শিলবাড়িরটেক ইসলামিয়া স্কুলের শিক্ষক শরিফুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, '১৮ মে থেকে রেজিস্ট্রেশন শুরু হলেও মাত্র দুই দিন কাজ করতে পেরেছি। আমাদের স্কুলের ১৫০ ছাত্রের মধ্যে মাত্র ৫০ জনের রেজিস্ট্রেশন করাতে পেরেছি। এখন সারা দিনই চেষ্টা করে যেতে হচ্ছে।'

বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুলের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, 'জেএসসির রেজিস্ট্রেশনে পিতা-মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর চাওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার আইডি নম্বর দিলে তাঁদের নাম অটোমেটিক আসার কথা। সব কিছু দেওয়ার পরও তা হচ্ছে না। এ ছাড়া বোর্ডের ওয়েবসাইট অনেক ধীরগতির। এবার ছবির নির্দিষ্ট সাইজ চাওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সঠিক মাপের ছবি দিচ্ছে না। এটি করতে গিয়েও আমাদের বারবার সমস্যায় পড়তে হয়েছে।'

এদিকে বাইরের কম্পানিকে কাজ দেওয়া হয়েছে কি না তা জানেন না ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর ছিদ্দিক। জানতে চাইলে তিনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সামান্য সমস্যা হয়েছে। তবে এটি ঠিক হয়ে যাচ্ছে। যেসব স্কুল বেশি সমস্যায় পড়ছে তারা যেন সরাসরি বোর্ডে যোগাযোগ করে।'

শুধু বোর্ডের চেয়ারম্যানই নন, অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাই বাইরের কম্পানির কাজ করার বিষয়টি জানেন না। তবে ঢাকা বোর্ডের কম্পিউটার শাখার এক কর্মকর্তা কালের কণ্ঠকে নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, বাইরের কম্পানিই এবার জেএসসির রেজিস্ট্রেশনের ডাটা এন্ট্রির কাজ করছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তিনি বলেন, 'সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আরো দুই-তিন দিন লাগবে। সফটওয়্যার ভালো হলে ১০০ শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনে এক ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। তাই আমরা স্কুলগুলোকে বলছি, আপনারা যাঁরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারছেন না, তাঁরা কাগজপত্র রেডি করে রাখুন। যাতে সফটওয়্যারের সমস্যা দূর হলে দ্রুত কাজ শেষ করতে পারেন।'

ঢাকা বোর্ডে প্রথমবার অনলাইন কার্যক্রম চালু করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রাজিব চৌধুরী। বর্তমানে তিনি আইসিটি মন্ত্রণালয়ে আছেন। জানতে চাইলে রাজিব চৌধুরী বলেন, বোর্ডের নিজস্ব যে সুপার সফটওয়্যার আছে তাতে এক-দুই সপ্তাহে কোটির ওপর শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব। কিন্তু বোর্ডের এত শক্তিশালী ওয়েবসাইট থাকতে কেন বাইরের কম্পানিকে দিয়ে এই কাজ করানো হচ্ছে তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন এই প্রকৌশলী।

জানা যায়, ঢাকা বোর্ডে এবার সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করতে গিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন শিক্ষকরা। বোর্ডের ওয়েবসাইটে ঢুকতে না পারা, প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়া, হেল্পলাইনে কল রিসিভ না করা, কখনো ওয়েবসাইট নিষ্ক্রিয় থাকা ইত্যাদি নানা কারণে ভোগান্তি এখন চরমে।